ভ্রূণ

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য

পশ্চিমের আকাশে মেঘ। কালো মেঘ। মেঘের মধ্যে যেন এক গর্ভাশয়...সন্তানবতী মেঘ হয়?...ছাদের আলসেতে ঠেস দিয়ে নাভিমূলে মেঘ খুঁজছিল ও। এ বাড়ি ছোটো বউ কিংবা ও-বাড়ির মেজো মেয়ের এমন বাতিক অনেক আছে। বিরক্ত হলেও সবাই অভ্যস্ত। আজ মিতুনের সাধ! সন্তানবতী হতে চলেছে ওর ছোট বোন। কী এক কুন্ঠায় সে এই বিশেষ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে থাকতে পারেনি।না,কোনো সংস্কার নয়, গর্ভভারে মিতুনকে দেখতে অনেকটা পশ্চিমের কালো মেঘের মতো দেখাচ্ছে। তাকে নিয়ে মন খারাপ এখন অভ্যেস করে ফেলেছে দুই বাড়িই। অভ্যাসটা তার হয়নি। মেঘ দেখলেই ওর নাভিমূলে আঙুলের ছোঁয়া লাগে। জঠরভার বাড়ে। সে বসে পড়ে বহুদূরের একটা কাঠের বেঞ্চিতে...একটা পরিত্যক্ত প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চি। সেখানেই জন্মেছিল শ্রাবণ। শ্রাবণের নাগরিকত্ব বদলে গেছে কবেই...কত্তদিন আগে,সে টেরও পায়নি। আজই জানলো, মিতুলের ভাসুরের ছেলের নাম শ্রাবণ। কবে যে অনিকেত ঘর বাঁধলো!...কবে যে অন্য বসতে তার নিজের ভ্রূণ অনর্গল রক্তে ভেসে কালো মেঘ হয়ে গেল!..

সেই থেকে কালো মেঘের মধ্যে লুকিয়ে রাখলো সে তার ভ্রূণকে! আজ আর স্পষ্ট মনে পড়ে না...কে ছিল সেই অনিকেত...শ্রাবণ ছাড়া তার আর কিচ্ছু মনে পড়ে না! শুধু পশ্চিমের আকাশে এমন কালো মেঘ করলে, সে মাঝরাতে গোপনে পায়েস করে রাখে...শ্রাবণ আসে...সে ঠিক বুঝতে পারে! ওর বসত জুড়ে যে তখন বৃষ্টি থৈ থৈ....